ইত্তেফাক

তারিখ 25 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষায় জালিয়াতি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তিপরীক্ষাকে ঘিরিয়া বিরাট জালিয়াতির ঘটনা ঘটিতেছে। এই বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনা ঘটিয়াছে। এই জালিয়াতচক্রের সদস্যদের মধ্যে রহিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র, যাহাদের মধ্যে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল নেতৃবৃন্দও রহিয়াছেন, আর রহিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, যাহার মধ্যে এমনকি দুর্নীতিদমন কর্মকর্তাও রহিয়াছেন। সম্প্রতি এই অভিযোগে ১০ জনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। এই জালিয়াতির কারণে একদিকে অবৈধ লেনদেন হইতেছে কোটি টাকার, অন্যদিকে মেধাবীদের হটাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন দখল করিতেছে মেধাহীন এবং অপরাধপ্রবণ শিক্ষার্থীরা। আর এই ঘটনায় কতিপয় ভর্তিচ্ছু, বর্তমান ও প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের কারণে পুরা সমাজব্যবস্থায় যেই কুপ্রভাব পড়িতেছে তাহা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যোগ্যতা এবং মেধার বিনিময়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা হইবার পরিবর্তে, এইসকল ঘটনা অর্থের বিনিময়ে সবকিছু অর্জন করিবার নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে।

কেবল টাকার জোরে বা টাকার কারণে এই অপরাধে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের একটি অংশ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি অংশ। লক্ষ্য করার বিষয় হইলো, খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এই সকল ঘটনা তেমন ঘটে না। অথবা বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিন অফিসসমূহ যেই পদ্ধতিতে পরীক্ষার আয়োজন করে তাহা দুর্নীতিমুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকদের নৈতিক অবস্থা এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট দৃঢ়। কিন্তু ঘটনাগুলি ঘটিতেছে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে। ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের কেন্দ্রসমূহে শিক্ষক-কর্মচারীদের সহায়তায় জালিয়াতচক্র এই ভয়ঙ্কর অপরাধ ঘটাইয়া চলিতেছে। তাহারা পরীক্ষা শুরু হইবার অব্যবহিত পরেই প্রশ্নপত্র এবং অর্থের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ ভর্তিচ্ছুদের প্রশ্নপত্রের সেটকোড নম্বর কেন্দ্রের বাহিরে পাঠাইয়া দেন। সেইখানে মেধাবী কিন্তু অর্থগৃধ্নু কিছু এক্সপার্ট দ্রুত প্রশ্নের সমাধান করেন। ইহার পর উত্তরসমূহ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মোবাইল ফোন পরীক্ষা কেন্দ্রে আনার বিষয়টি ইদানীং কড়াকড়ি করিয়াছে। জালিয়তাচক্র তাই চীন হইতে ঘড়িসদৃশ মোবাইল ফোন আমদানি করিয়াছে, যাহা ভর্তিচ্ছুরা ঘড়ি হিসাবে কেন্দ্রে ব্যবহার করিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তিপরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করিতে সচেষ্ট থাকিলেও জালিয়াতচক্রের সহিত তাহারা পারিয়া উঠিতেছে না। নিত্যনূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তির সাহায্য লইয়া তাহারা তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে। অন্যদিকে এই অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার পরও জামিন পাইয়া পার পাইয়া যাইতেছে তাহারা। গত বৎসর এই অপরাধের কারণে কয়েকজন গ্রেফতার হইয়াছিল, কিন্তু আদালত হইতে তাহারা জামিন পাইয়াছে। বস্তুত এই জালিয়াতির ঘটনাগুলি জামিনযোগ্য অপরাধ। ফলে অপরাধ বড় হইলেও অপরাধীদের শাস্তি হইতেছে না। এই বৎসর জালিয়াতির পদ্ধতিতে একক্ষেত্রে ঠিকঠাকমতো কাজ না করার ফলে একজন ভর্তিচ্ছুকে অপহরণ করিবার ঘটনা ঘটিয়াছে। এই অপহরণের বিষয়টি সুরাহা করিতে গিয়াই গোয়েন্দা পুলিশের দল জালিয়াতচক্রের সন্ধান পাইয়াছে। এইবার একসঙ্গে ১০ জন ধরা পড়িবার কারণে অনুমান করা যাইতেছে যে, পুরা চক্রকে ধরা সম্ভব হইয়াছে অথবা অচিরেই সবাইকে গ্রেফতার করা সম্ভব হইবে। এই পুরা চক্রকে ধরা গেলে বা যাহাদের ইতোমধ্যে ধরা গিয়াছে তাহাদের অবশ্যই কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার। অন্যথা, এই অপরাধ দমন হইবার সম্ভাবনা নাই।